ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৪/১২/২০১৭ ।।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রবি অভিযান কর্মসূচির সূচনা

বিলোনীয়া, ৪ ডিসেম্বর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় রবি অভিযান কর্মসূচির সূচনা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি সাড়াসীমা রাজর্ষি কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। কৃষি মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা জেলা ভিত্তিক এই রবি অভিযান কর্মসূচির উদ্বোধন করে বলেন, এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়ের উৎস হচ্ছে কৃষি। এই কৃষির উন্নয়নে সরকার সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও যথাসাধ্য সহায়তা করছে। কৃষকদের সাথে পরামর্শ করে কৃষির উন্নয়ন আরও কি ভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চলছে। কৃষি আধিকারিকগণ জমিতে কোন সময়ে কি ধরণের ফসল চাষ হলে ভাল উৎপাদন হবে সে ব্যাপারে কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, যতটুকু জমি আছে তাকেই ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে। রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে। এক কানি জমিতে অন্তত: ২/৩ টি ফসল করার জন্য কৃষকদের সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জমি পতিত রাখা যাবেনা। অনাবাদী জমি গুলিকে চাষযোগ্য করে তোলা হচ্ছে। তিনি কৃষকদের বিজ্ঞান ভিত্তিক ফসল চাষের পরামর্শ দেন। মন্ত্রী শ্রী দেববর্মা বলেন, সরকারী ভাবে সোনামুড়ায় বছরে ৫০ লক্ষ বিভিন্ন জাতের চারা উৎপাদনের কাজ চলছে। কৃষকদের সুবিধার্থে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আশীষ দত্ত, কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ড. ডি.পি সরকার । এছাড়াও জেলার ৫টি কৃষি মহকুমা থেকে ২৫০ জন কৃষক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দেবনাথ।

প্রাণী সম্পদের উন্নয়নে বিলোনীয়ায় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিলোনীয়া, ৪ ডিসেম্বর ।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে সম্প্রতি বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে প্রাণী সম্পদের উন্নয়নের উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী অঘোর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনা করে প্রাণী পালনে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উন্নত ঘাস চাষ সম্পর্কে প্রাণী পালকদের সচেতন করে তোলার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন। সেই সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার জন প্রতিনিধিদের এব্যাপারে তদারকি করার জন্য বলেন। তিনি বলেন, শুধু মাংস নয়, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বাড়াতে হবে। দপ্তরের আধিকারিকগণ নির্বাচিত সদস্যগণের সাথে সম্মন্বয় সাধন রেখে কাজ করলে কাজের সফলতা আসবেই । এরফলে প্রাণী পালকগণ যেমন উপকৃত হবেন তেমনি দপ্তরেরও সুনাম হবে।

অনুষ্ঠানে ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতি চেয়ারম্যান আশীষ দত্ত, জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দেবনাথ, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন দাস, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা মনোরঞ্জন সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বকাফা পঞ্চায়েত সমিতি ও বি. এ. সি-র যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

শান্তিরবাজার, ০৪ ডিসেম্বর ।। বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির হলে সম্প্রতি বকাফা পঞ্চায়েত সমিতি ও বি. এ. সি-র যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শংকর মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অর্পন দত্ত, ব্লকের বি ডি ও প্রদীপ সরকার, ব্লক এলাকার পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির জনপ্রতিনিধিগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় বি ডি ও জানান, চলতি অর্থবর্ষের নভেম্বর মাস পর্যন্ত ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও ভিলেজ এলাকায় ১০৫টি পরিবারকে শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, আরও ৩৭১টি শৌচালয় শীঘ্রই নির্মাণ করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতির ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে ব্লক এলাকায় ৩টি স্বশানঘাট নির্মাণের কাজ চলছে। একাজে বরাদ্দ রয়েছে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯৯২ টাকা। বকাফা বি. এ. সিঞ্চর ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে ব্লকের ২২টি পঞ্চায়েত ও ভিলেজে ৭০০টি আম্রপালী ও লেবুর চারা বিলি করা হয়। এতে ব্যয় হয়েছে ৬৯ হাজার টাকা। বি. এ. সি-র ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে ব্লক এলাকায় কমিউনিটি শৌচালয় গড়ে তোলা হচ্ছে ১টি। এর জন্য ব্যয় হবে ২৬ হাজার ৭৮৯ টাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় চলতি অর্থবর্ষে ব্লক এলাকার ৪৩টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মৎস্য দপ্তর থেকে জানানো হয়, মাছ চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে চলতি অর্থবর্ষে ২টি পুকুর খনন এবং ৩টি পুকুর সংস্কার করা হবে। এছাড়া, গত অর্থবর্ষে ব্লকের ৫ হেক্টর এলাকায় লেবুর চাষ করা হয়।

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, পঞ্চায়েত সমিতির পি ডি এফের মাধ্যমে ব্লক এলাকায় ১৭১টি শূকর এবং ৪৪টি পোল্ট্রীর খামার গড়ে তোলা হয়। গত ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ব্লক এলাকায় ১৪টি গো-প্রজনন বিষয়ক শিবির করা হয়। বকাফা আই. সি. ডি. এস. প্রজেক্টের প্রতিনিধি জানান, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ব্লক এলাকার ১ হাজার ৪০৭ জনকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। জল সম্পদ দপ্তর থেকে জানানো হয়, ব্লক এলাকায় কৃষি কাজের সুবিধার্থে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করার লক্ষ্যে ২৪ টি এল. আই. ও ৬ টি গভীর নলকূপ খনন এবং ১ টি ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট গড়ে তোলা হয়েছে। এ. ডি. সি-র বীরচন্দ্র মনুর জোন্যাল আধিকারিক জানান, গত ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ব্লকের এ. ডি. সি. ভুক্ত বিভিন্ন ভিলেজের ৫৪ টি পরিবারকে মোট ২৭ হেক্টর রাবার বাগান করে দেওয়া হয়। সভায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায় আলোচনায় অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের স্বচ্ছতা বজায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক সময়ের কাজ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

কমলপুরে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন

কমলপুর, ৪ ডিসেম্বর ।। কমলপুর মহকুমা ভিত্তিক বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গতকাল হালহালীর বিমল সিংহ স্মৃতি কমিউনিটি হলে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা আয়োজিত হয়। এই সভার উদ্বোধন করে বিধায়ক অঞ্জন দাস বলেন, প্রতিবন্ধীরা দেশ বা সমাজের বোঝা নয়। সাধারণ মানুষের মত তাদের মধ্যেও অনেক সুপ্ত প্রতিভা লুকিয়ে আছে। দেশ ও সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হল তাদের সেই সকল প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা। এছাড়া এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হালহালী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত সিংহ, কমলপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দুর্গা চৌমুহনী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মানবেন্দ্র দেব।

অমরপুরে পঞ্চায়েত ও ভিলেজ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ৮-২২ ডিসেম্বর

অমরপুর, ৪ ডিসেম্বর ।। আগামী ৮-২২ ডিসেম্বর অমরপুর ব্লকের অধীন ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ১৮টি ভিলেজ কমিটিতে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর এবং অমরপুর ব্লকের যৌথ উদ্যোগে ১৫টি ইভেন্টে এই প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে প্রস্তুতি চলছে।

আমবাসায় বিশ্ব এইড্‌স দিবস উদযাপিত

আমবাসা, ৪ ডিসেম্বর ।। ত্রিপুরা এইড্‌স কন্ট্রোল সোসাইটি ও ধলাই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় এবং প্রবাহ ধলাই সামাজিক সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় বিশ্ব এইড্‌স দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ১ ডিসেম্বর আমবাসাস্থিত স্পর্শ সামাজিক সংস্থার কার্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: শরবিন্দ রিয়াং আলোচনায় অংশ নিয়ে এইড্‌স রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন প্রবাহ ধলাই সামাজিক সংস্থার সভাপতি জীতেন্দ্র ভট্টাচার্য, জেলা এইড্‌স কন্ট্রোল সোসাইটির প্রোগ্রাম ম্যানেজার শুভজিৎ লোধ সহ এলাকার বিশিষ্ট জনেরা। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পাদক জওহর দেবনাথ।

এই দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তপতী ভট্টাচার্য, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চন্দন ভৌমিক প্রমুখ। শিবিরে ১১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

শান্তিরবাজার পুর এলাকায় নানা উন্নয়ন কাজ

শান্তিরবাজার, ১ ডিসেম্বর ।। শান্তিরবাজার পুর পরিষদের উদ্যোগে পুর এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচি অনুসারে পুর এলাকার ১ হাজার ৮৫ জনকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের ভাতা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে জাতীয় বার্ধক্য ভাতার আওতায় ৪৩০ জনকে, কন্যা সন্তান সহায়তা প্রকল্পে ২১৩ জনকে এবং ৩৫৬ জনকে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। তাছাড়া, ২ জনকে অবিবাহিতা মহিলা ভাতা, ৪১ জনকে প্রতিবন্ধী ভাতা, ১৮ জনকে ক্ষৌরকর্মী ভাতা, ৬ জনকে চর্মশিল্পী ভাতা, ৬ জনকে মোটর শ্রমিক ভাতা, ২ জনকে রিক্সা শ্রমিক ভাতা, ৯ জনকে গৃহ পরিচারিকা ভাতা এবং ২ জনকে লন্ড্রী কাজের ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, জাতীয় পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পে ১৭ জনকে, অসংগঠিত শ্রমিক সহায়তা প্রকল্পে ৫১৬ জনকে এবং রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বীমার আওতায় ৩১৬ জনকে আনা হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনার প্রথম পর্যায়ে ১ হাজার ৯১ জনকে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৬৪৮ জনকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট পুর পরিষদ কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

নিবিড় মাছচাষে সহায়তা

খোয়াই, ১ ডিসেম্বর ।। খোয়াই মহকুমা মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই, তুলাশিখর ও পদ্মবিল ব্লক এলাকার ১২জন মাছ চাষীকে বিজ্ঞান ভিত্তিক নিবিড় মাছচাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী খোয়াই ব্লক এলাকার ৪ জন মাছ চাষীকে ০.৬৪ হেক্টর পুকুরে, তুলাশিখর ব্লকের ৪ জনকে ০.৬৪ হেক্টর পুকুরে ও পদ্মবিল ব্লকের ৪ জন মাছ চাষীদের ০.৬৪ হেক্টর পুকুরে মাছচাষের জন্য প্রতিকানি পুকুরে ৪০০০টি করে মিশ্র প্রজাতির মাছের পোনা সহ মাছচাষের বিভিন্ন উপকরণ দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ১২ টাকা। সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

টুয়েপের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

খোয়াই, ১ ডিসেম্বর ।। টুয়েপের মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১২নং ওয়ার্ডে জল নিষ্কাসনের সুবিধার্থে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৪০ টাকা ব্যয়ে ৪০ মিটারের ১টি পাকা ড্রেইন তৈরী করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৩নং ওয়ার্ডে ২৮ হাজার ১৩৩ টাকা ব্যয়ে ৪১ মিটার ইট সলিং রাস্তা তৈরী, ৯৫ হাজার ৪৪২ টাকা ব্যয়ে ১৪নং ওয়ার্ডে ১টি ৪৪ মিটারের পাকা ড্রেইন এবং ১৪নং ওয়ার্ডে ৪৪ হাজার ২২৯ টাকা ব্যয়ে ৪৩ মিটারের ১টি ক্রংকিট ঢালাই রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পুর পরিষদ কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

সরকার সব অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করছে : তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী

আগরতলা, ০২ ডিসেম্বর ।। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গতকাল এক অনুষ্ঠানে ড. বি. আর. আম্বেদকর স্বর্ণপদক, ড. বি. আর আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার এবং ড. বি আর. আম্বেদকর সমাজ সংস্কৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। তপশিলীজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী রতন ভৌমিক। সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামু দাস, ঝুমু সরকার, আগরতলা পুর নিগমের এস.সি. ওয়েলফেয়ার সাব-কমিটির চেয়ারম্যান মাধব মজুমদার, দপ্তরের অধিকর্তা এল.টি. ডার্লং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনমোহিনী দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে ২০১৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ দশ স্থানাধীকারির মধ্যে ৫ জন কৃতী তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দেন মন্ত্রী রতন ভৌমিক সহ অতিথিবৃন্দ। ড.বি.আর. আম্বেদকর সমাজ সংস্কৃতি পুরস্কার-২০১৭ পেয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট কবি ও লেখক বিধান রায়। মন্ত্রী রতন ভৌমিক মানপত্র, উত্তরীয় এবং ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার তুলে দেন কবি বিধান রায়ের হাতে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সদর মহকুমার ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৬০ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ ২৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী, মাধ্যমিকে ১৯১ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকে ৬৮ জন তপশিলী ছাত্র-ছাত্রীকে বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাছাড়া অনুষ্ঠানে ড. বি. আর আম্বেদকরের ১২৭ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারিদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়। তপশিলি জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি মেধা পুরস্কার হিসেবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের ৪০০টাকা, নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের ১৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তপশিলী জাতি কল্যাণ মন্ত্রী রতন ভৌমিক বলেন, রাজ্য সরকার শুধুমাত্র তপশিলী জাতিদের উন্নয়নে কাজ করছেনা, রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের কল্যাণে কাজ করছে। পিছিয়ে থাকা তপশিলীজাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু শ্রমজীবি অংশের জনগণের কল্যাণে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে তপশিলী এবং উপজাতি অংশের জনগণ সামাজিক ভাবে মর্যাদা পেয়েছে। যেটা এক সময় ছিলনা। একটা সময়ে রাজ্যে পড়াশুনার সুযোগ ছিলনা। বর্তমানে সারা রাজ্যে পড়াশুনার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য সরকার তপশিলী জাতি, উপজাতিদের লেখাপড়ায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এই ধরণের বৃত্তি প্রদান করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার পিছিয়ে পড়া জনসাধারণের লেখাপড়ায় উৎসাহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। আম্বেদকর শুধুমাত্র দলিত অংশের মানুষের কথা চিন্তা করেননি। তিনি সমাজের সকল অংশের জনগণের বিশেষ করে সমাজে পিছিয়ে পড়া মহিলাদের অধিকার রক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিধায়কগণ সহ অন্যান্য অতিথিরা ড.আর. আম্বেদকরের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এল.টি. ডার্লং। তিনি জানান ২০১৬ সালের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় ৬০ শতাংশের উপরে নম্বর পেয়েছে এবং ২০১৭ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬০% উপরে নম্বর প্রাপ্ত ৪৩৭৯ জন তপশিলী জাতিকে ড.বি.আর আম্বেদকর মেধা স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।

মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সোনামুড়া, ৩০ নভেম্বর ।। মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় মোহনভোগ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মীনা সরকার(দাস) ও ভাইস চেয়ারম্যান প্রদীপ দেবনাথ, কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের সভায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী উড়মাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ এবং রিটেইনিং ওয়াল দেয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যে সমস্ত এস বি স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেই বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বিদ্যালয় পরিদর্শককে বলা হয়েছে। তেলকাজলা উচ্চ বিদ্যালয়ে জয়েন্ট বেঞ্চ দেয়ার জন্য সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গরুরবান্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে কিচেন গার্ডেন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ব্লক এলাকার জন প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান, প্রধান শিক্ষকগণ ডিসেম্বর মাসে ব্লক ভিত্তিক একটি পর্যালোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ বৎসর উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যাপারেও সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আমবাসা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য শিবির

আমবাসা, ৩০ নভেম্বর ।। আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গতকাল এক বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়সী ৩১ জন ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের উদ্যোগে এবং আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিচালনায় আয়োজিত এই শিবিরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন ডা: অর্ণব দেবরায় ও ডা: সুপর্ণা দাস।

সাব্রুমে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে ৫ টি এডিসি ভিলেজে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ

সাব্রুম, ৩০ নভেম্বর ।। বিধায়ক রীতা কর মজুমদারের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে পশ্চিম সাব্রুম, লুধুয়া, বেতাগা, চাতকছড়ি ও কামেনি পাড়া এডিসি ভিলেজে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের কাজ চলছে। এছাড়া, মাধবনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কাজে ব্যয় হবে ১২ লক্ষ টাকা। সাব্রুম মহকুমা শাসক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিশ্বপ্রতিবন্ধী দিবস : ধর্মনগরে প্রস্তুতি

ধর্মনগর, ৩০ নভেম্বর ।। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও আগামী ৩ ডিসেম্বর বিশ্বপ্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে জেলা ভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি হবে ধর্মনগর বীর বিক্রম ইন্সটিটিউশন মাঠে। জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধর্মনগর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক লাল নাথ এবং পুরপরিষদের সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি উমা মিত্র (চক্রবর্তী) । সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক শরদিন্দু চৌধুরী। সভাপতিত্ব করবেন ধর্মনগর পুরপরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রমোদ মালাকার। জেলা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে প্রস্তুতি চলছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিলোনীয়া, ৩০ নভেম্বর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা গতকাল জিলা পরিষদের সভা গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। স্থায়ী কমিটির সভাপতি রতন দাস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় শিল্প দপ্তরের আধিকারিক জানান, চলতি অর্থবর্ষে স্বাবলম্বন প্রকল্পে ৯৪ জনকে এবং পি এম ই জি পিতে ২ জনের ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের আধিকারিক জানান, বকাফা ব্লক এলাকার দক্ষিণ তাকমা ও মনু ভিলেজের পতিত জমিতে তুঁত বাগান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, চলতি অর্থ বছরে জেলার বিভিন্ন ব্লক এলাকায় ১২৫ একর জমিতে এম জি এন রেগার মাধ্যমে তুঁত বাগান করার কাজ চলছে। এই কাজে ব্যয় হবে ৭৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।

জিরানীয়ায় বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ভাতা প্রদান

জিরানীয়া, ৩০ নভেম্বর ।। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের ৩৩ টি সামাজিক ভাতা প্রকল্পে পুরাতন আগরতলা ব্লকে ৪৪৬১ জন ভাতা পাচ্ছেন। জিরানীয়ার সি. ডি. পি. ও -এ তথ্য দিয়ে জানান, এই ভাতাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন ১৭৩৪ জন, কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ২৯৬ জন, প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ২০ জন, ৬০ শতাংশ প্রতিবন্ধী এমন ১৫৩ জন ভাতা পাচ্ছেন। বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা পাচ্ছেন ৯৪৫ জন মহিলা। কন্যা সন্তান সুরক্ষা প্রকল্পে ভাতা পাচ্ছে ৯০৬ টি পরিবার। এছাড়া রাজ্য প্রকল্পে বয়স্ক ভাতা পাচ্ছেন ১৬০ জন। প্রতিবন্ধী এবং দৃষ্টিহীন ভাতা পাচ্ছেন ৫৮ জন। ৮০ শতাংশ এ. পি. এল প্রতিবন্ধী ভাতা পাচ্ছেন ১৫ জন। স্বামী পরিত্যক্তা ভাতা পাচ্ছেন ২১ জন, ৪৫ বছরের উর্ধ্বে অবিবাহিতা ২০ জন মহিলা ভাতা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, ১৭ জন রিক্সা শ্রমিক, ১ জন ক্ষৌরকর্মী, ৫ জন মোটর শ্রমিক, ২ জন ধোপা শ্রমিক, ২ জন মৎস্যজীবী, ২ জন তাঁত শিল্পী, ৪ জন মৃৎ শিল্পী, ৩৭ জন গৃহ পরিচারিকা ভাতা পাচ্ছেন। ৭ জন এইচ. আই. ভি., ৩০ জন ক্যানসার রোগী ভাতা পাচ্ছেন। এছাড়া, ৮৬২ জন ভাতা প্রাপকের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে।

বড়পাথরীতে ৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রামীণ জল পরিশোধন প্রকল্পের উদ্বোধন

বিলোনীয়া, ৩০ নভেম্বর ।। রাজনগর ব্লকের বড়পাথরীতে ৩ লক্ষ গ্যালন ক্ষমতা সম্পন্ন গ্রামীণ জল পরিশোধন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭৭ টাকা। গত ২৮ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি পানীয় জল অপচয় রোধে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকার জনগণকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের বাড়ী ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি রাজ্য সরকারের রয়েছে। তিনি বলেন, সবার জন্য স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শিক্ষা, যোগা-যোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়নমূলক কাজকে ত্বরান্বিত করার কাজে তিনি সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। স্বাগত ভাষণ রাখেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার বিশু কুমার দেববর্মা।

এছাড়া, ঐদিন মন্ত্রী রতন ভৌমিক বড়পাথরী বাজারে বেকার ষ্টলের উদ্বোধন করেন। তপশিলী জাতি কল্যাণ প্রকল্পে এই ষ্টল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৫৩ লক্ষ টাকা।

প্রকাশিত সংবাদ সঠিক নয়

আগরতলা,২৯ নভেম্বর ।। ২৯ নভেম্বর ২০১৭ ইং তারিখে রাজ্যের কিছু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আদিবাসীদের উচ্ছেদ নোটিশ জারী, আন্দোলনের হুমকি আই পি এফটির শীর্ষক সংবাদের প্রতি রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। খবরটি সত্য নয় এবং প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত রূপে উপস্থাপনা করা হয়েছে। প্রকাশিত খবরটিতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য ছয়টি অভয়ারণ্য থাকার পরেও চক্রান্ত করে রাজ্য সরকার পাহাড়ী আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে এই নোটিশ জারী করেছে বলে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা সত্যের অপলাপ মাত্র।

প্রকৃত ঘটনা হল রাজ্যে বর্তমানে চারটি অভয়ারণ্য রয়েছে, তার মধ্যে রোয়া অভয়ারণ্য ছাড়া বাকি তিনটি (গোমতী,সিপাহীজলা,তৃষ্ণা) অভয়ারণ্যের চূড়ান্ত প্রজ্ঞাপন এখনও জারী হয় নাই। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জেলা সমাহর্তাকে বন্যপ্রাণী আইনে ক্ষমতা প্রদানের বিধান রয়েছে। গোমতী অভয়ারণ্যের বিস্তৃতি ধলাই,খোয়াই এবং গোমতী জেলার মধ্যে পড়ে। সেই মোতাবেক খোয়াই জেলা প্রশাসন গোমতী অভয়ারণ্যের(খোয়াই জেলার অন্তর্গত এলাকা) সীমা নির্ধারণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে এক ঘোষণা পত্র জারী করেছেন। ইহা একটি চলমান আইনি প্রক্রিয়া মাত্র।

এই প্রক্রিয়ায় কোন আদিবাসী বা অন্য কোন জনসাধারণের উচ্ছেদের কোন আইনি সংস্থান নেই, তাই উচ্ছেদের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। সেইজন্যে গোমতী অভয়ারণ্য বা অন্য কোন অভয়ারণ্যের গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন আদিবাসী জনগণ বা অন্য কারও উচ্ছেদের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

শুধু তাই নয়, বনাধিকার আইনে পাট্টা প্রাপ্ত ব্যক্তির বা পরিবারের উচ্ছেদের কোন আইনি সংস্থান নেই এবং উচ্ছেদের খবরটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার। প্রকাশ থাকে যে, বনভূমির ১,৭৬,৩৩৩ হেক্টর পরিমিত জমি ১,২৭,১৫৫ সুফলভোগীর হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, যার একটি বড় অংশই অভয়ারণ্যের মধ্যে অবস্থিত। বন দপ্তর নিজস্ব প্রকল্প এবং আই জি ডি সি ও জাইকা বৈদেশিক প্রকল্পের মাধ্যমে বিবিধ সুফল এইসব জনসাধারণ ও পরিবারের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে।

এই বাস্তবতার নিরিখে প্রকাশিত সংবাদটি অসত্য, ভ্রান্ত ও অমূলক এবং সংবাদটির বাকী অংশের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই বলে বন দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে জানানো হয়েছে।